সমাজ ভিত্তিক
জলাভূমি সম্পদ
ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

লায়লার নতুন জীবন

"আমরা সবসময় আমাদের স্বামীদের রোজগারের উপর নির্ভর করেছি," বলে লায়লা আক্তার "কিন্তু আমি নিজে রোজগার করার পর সবকিছু অবিশ্যি মনে হচ্ছে পরিবারের জন্য রোজগার করা ও তাদের উদ্দশ্যে ব্যয় করার আনন্দই আলাদা "

লায়লা বেগমের পরিবর্তীত জীবন একসময় সে শুধু গৃহে কাজ করতো, কিন্তু বর্তমানে তার গাছের বড় নার্সারী রয়েছে তার একটি পেঁপের বাগান এবং একটি মুরগীর খামার রয়েছে তার উপর সে গৃহের দায় দায়িত্বও পালন করে সে বললো, "যখন মাচ্ প্রকল্প আমাকে এবং আমাদের এলাকার সকল মহিলাকে একটি মহিলা সমিতি গঠনের জন্য প্রস্তাব দেয় তখন আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম এবং পাশাপাশি উত্তেজনাও অনুভব করেছিলাম সত্যিকার অর্থে, একজন মহিলা হিসাবে পূর্বে আমরা কখনোই উপার্জনের সুযোগ পাইনি আমরা সবসময় আমাদের স্বামীদের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিলাম যা তারা মাছ ধরা থেকে আয় করতো"।

২০০০ সালে মাচ্-কারিতাস 'সিনাবহ' একতা মহিলা সমিতির মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানে আহ্বান করলো লায়লা ছিল এ সমিতির একজন সদস্য মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন টেইলারিং, হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু পালন, এবং গাছের নার্সারি স্থাপন ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় লাভের নিশ্চয়তার জন্য লায়লা সর্বপ্রথম নার্সারী প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় কারণ এক্ষেত্রে মাচ্ পুনরায় গাছ কিনে নেওয়ার আশ াস দেয় অর্থাৎ যে গাছ সে জন্মাবে তা পুনরায় মাচ্ স্থানীয় বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় কিনে নেবে

লায়লা সমিতির অন্য সদস্যাদের সাথে

লায়লা তার নার্সারী চালু করার জন্য মাচ্ প্রকল্প থেকে প্রথমে ৫,০০০ টাকা ঋণ হিসাবে নিয়েছিল্ব পরে সে এটি বাড়ানোর জন্য আরো ৮,০০০ টাকা নিয়েছিল্ব তার প্রচেষ্টায় সে ১০,০০০ টাকার একটি ভাল মুনাফা অর্জন করেছে্ব সে বললো, "আমি এটা বিশ াস করতে পারছিলাম না, এটি একটি আনন্দের বিষয় ছিল যে, আমি আমার পরিবারের জন্য উপার্জন করতে পারছি্ব " তার উপার্জনের কারণে লায়লা একটি নতুন বিষয় আবিষ্কার করলো - তাহলো তার প্রতি তার স্বামীর সহমর্মিত্ব "পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য আমি শ্রদ্ধার পাত্রী হলাম্ব সে আমাদের বিনিয়োগের ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করতে শুরু করল্বে দু'জনে মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আরো বেশী পরিমাণ ঋণ নেব্ব "

লায়লা তার মুরগীর খামারে মুরগীর যত্ন করছে

লায়লার স্বামী স্থানীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর একটি পোলট্রি ফার্ম দিয়েছিল্ব লায়লা তৃতীয়বারের জন্য ৩০,০০০ টাকা ঋণ করলো যা দিয়ে তার স্বামী তার সেই পোলট্রি ফার্মটির আকার বৃদ্ধি করল্বে লায়লা বলে, "আমাদের সম্পদ যৌথভাবে ব্যবহার করি কারণ আমরা একসাথে কাজ করি এবং আমি অংশীদার হিসাবে কাজ করি্ব আমরা আমাদের কাজকে লাভজনক করতে পেরেছি্ব এ পর্যন্ত লায়লা এবং তার স্বামী মুরগী বিক্রী করে আনুমানিক প্রায় ২০,০০০ টাকা আয় করেছে্ব

লায়লা এবং তার স্বামী তাদের কাজের ব্যাপারে মহিলা সমিতির অন্যান্য সদস্যদের উপরও নির্ভর করে্ব "প্রয়োজনে আমার দলের মহিলারা আমার মুরগীগুলিকে খাওয়া ও দেখাশোনার ব্যাপারে সহায়তা করে, নার্সারীর গাছপালা এবং পেঁপে বাগানের যত্ন নেয়্ব " লায়লা এর প্রতিদান ফেরত দেয়-অভাবের সময় গরীব সদস্যদের বিনামূল্যে মুরগী দিয়ে্ব "আমি জানি যে তাদের সামর্থ্য হলে তারা তা ফেরৎ দিবে্ব আমি আরও জানি দুঃসময়ে পড়লে, টাকা না থাকলে কেমন অবস্থা হয়্ব আমি তাদের আমার সামর্থ্য অনুযায়ী দেই এবং আমার বন্ধুত্ব ও বিশ াসের হাত বাড়িয়ে দেই"্ব লায়লা তাদেরকে আশাও দিয়ে থাকে্ব লায়লার দৃষ্টান্তে অনুপ্রানিত হয়ে এই এলাকার আরো কয়েকজন মহিলা নার্সারী ও পোলট্রি ফার্ম প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেছে্ব

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ্ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net